SRI

শ্রী আর ভি ফিল্মস্
ইন্টারন্যাশনাল

মাণিক মায়োদীয়া
নিবেদিত

অনিল গাঙ্গুলি'র

বলিদান

পরিবেশনা:
ফিল্মস ইণ্ডিয়া
(কলিকাতা)

সুরসৃষ্টি বাপ্পী লাহিড়ী

গীত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(কুঞ্জী কলার)
ফিল্ম সেন্টার

৺সুরবালা গাঙ্গুলীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

এবং

৺মিসরিলাল জৈন-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত

SRV

শ্রী আর ভি ফিল্মস্‌ ইন্টারন্যাশনাল নিবেদিত

বলিদান

ফুজীকলার

কাহিনী চিত্রনাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা

অনিল গাঙ্গুলী

সুরসৃষ্টি : বাপ্পী লাহিড়ী গীত : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সংলাপ : শক্তিপদ রাজগুরু

চিত্রগ্রহণ : অনন্ত বাওদেকর। সম্পাদনা : ওয়ামান ভোসলে ও গুরু দত্ত। শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু নৃত্য পরিচালনা : সরোজ খান ও মাধব কিষেন। জনসংযোগ : অজিত ঘোষ। শব্দ গ্রহণ : এ রাধাস্বামী শব্দপুনর্যোজনা : হীতেন্দ্র ঘোষ। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ : বাপী চ্যাটার্জী। কর্মসচিব : জগদীশ পাল রূপসজ্জা : দেবী হালদার। সাজসজ্জা : অজিত দাস। স্থিরচিত্র ও প্রচার মুদ্রণ : গ্ল্যামার কলার ফাইট : খোকন সাহা। ক্যামেরা : দেওজীভাই পাধিয়ার। লাইট : সাধনা এন্টারপ্রাইজেস্‌। পরিচয় পত্র : সমর গাংগুলী। সংগঠনসহায়তা : চক্র মহাপাত্র, সুনীল দত্ত, হরিদাস। গানের ক্যাসেট : ভেনাস বহির্দৃশ্য : রিজেন্সী গার্ডেন, নেপালগঞ্জ, ফলতা, বজবজ কলিকাতাতে ও চায়নাক্রীক, চান্দীভেলী, এসেল স্টুডিও বম্বেতে গৃহীত এবং টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও ও এন, টি ২নং এ উৎপাদিত। সংগীত রেকর্ডিং : মেহবুব রেকর্ডিং—কাথুরিয়া ও ঠাকুর দ্বারা সানি সুপার সাউণ্ড এ গৃহীত। ডাবিং : সানি সুপার সাউণ্ড, বম্বে, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী, এন, এফ, ডি, সি ফিল্ম সেন্টার, কলিকাতা। সম্পাদনা : এল্‌ সিড বম্বে, ফিল্ম সেন্টার বম্বেতে পরিস্ফুটিত।

: নেপথ্য সঙ্গীত :

অমিত কুমার, অলকা যাজ্ঞিক, বাপ্পী লাহিড়ী, কুমার শানু এবং উষা উথুপ।

প্রধান প্রচার অধিকর্তা : ধীরেন দেব

: সহকারী :

পরিচালনা : কনক চক্রবর্তী, অনিমেষ ভট্টাচার্য্য, প্রসাদ চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ : অশোক শর্মা, জগদীশ দুবে। সম্পাদনা : রোহিত শেঠী। শব্দগ্রহণ : ইকবাল। রূপসজ্জা : সুনীল সাপুই, মকবুল। ব্যবস্থাপনা : রাজু নায়েক, বাচ্চু। ক্যামেরা : গোকুল পাণ্ডে। আলোক সম্পাত : বেণু মজুমদার, সাগর, তুলসী। শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন বোস।

: রূপদানে :

রাখী গুলজার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সুমন্ত মুখার্জী, অমরনাথ মুখার্জী, নির্মল কুমার, রমেন রায়চৌধুরী, সুব্রত সেনশর্মা, গৌতম চক্রবর্তী, রাজারাম যাজ্ঞিক, পাপিয়া অধিকারী, নয়না দাস, শকুন্তলা বড়ুয়া, সুস্মিতা মজুমদার, শক্তি ঠাকুর, বিপ্লব চ্যাটার্জী, বলাই মুখার্জী, অশোক মুখার্জী, মৃত্যুন হাজরা, বেণু সেনগুপ্ত, অবন্তী ব্যানার্জী, প্রদ্যোৎ মল্লিক, হারাধন বোস, গৌরী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণপদ মুখার্জী, সমর সেন, বরুণ, রাজা, হিমাদ্রী ও অভিষেক চ্যাটার্জী (অতিথি) তৎসহ তাপস পাল এবং নবাগতা রূপালী।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীগণপৎ রায় জৈন, শ্রীকরমচাঁদ জৈন, শ্রীইন্দ্র কুমার জৈন, শ্রীরাজীব কুমার জৈন, শ্রীমালকিৎ সিং বস্স, শ্রীরাজীব জিন্দল, মেশিনো টেকনো (সেলস্‌) প্রাঃ লিঃ কলিকাতা।

বিশ্ব পরিবেশনা-ফিল্মস ইণ্ডিয়া (কলকাতা)

৩৮ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৬৯ দূরভাষ-২৮৫০৪৮/২৮০৪৭২

কাহিনী

গৌরীশঙ্কর ধানকলের কেরানী। বড় ছেলে সুমন্তর চাকরীর জন্য জমা দিতে হবে কুড়ি হাজার টাকা, গ্রামের লোভী ব্যবসায়ী এককড়ির কাছে তার সবকিছু বাঁধা দেওয়া আছে, সে সময়মত টাকা দিতে পারবে না তাই বাধ্য হয়েই ধানকলের ক্যাস থেকে টাকাটা নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালাচ্ছে—তাড়া করেছে লোকজন।

গৌরীশঙ্করের বড় ছেলে সুমন্ত, তার স্ত্রী কল্যাণী এ সংসারে থাকতে চায় না। ছোট ছেলে জয়ন্ত বি-এস-সি পাশ করে বেকার, মেলায় দোকান দিয়ে রাতে ফিরছে, হঠাৎ কলরব করে লোকদের ছুটে আসতে দেখে। বাবা পালাচ্ছে টাকা নিয়ে। জয়ন্ত বাবার হাত থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে নিজেই চুরির দায়ে ধরা পড়ে জেলে যায়।

সকলেই জয়ন্ত চোর তাই ভাবে। মায় জয়ন্তের প্রেমিকা উষার বাবা-মাও, কিন্তু উষা বিশ্বাস করতে পারেনা জয়ন্ত চোর। তবু তার বাবা-মা উষার অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা করে, জয়ন্ত তখন জেলে।

সাবিত্রী জয়ন্তের মাও বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু ছেলের ওই ব্যাপারে উত্তেজনায় গৌরীশঙ্কর বাবু মারা যান—আর মরার আগে স্ত্রীকেই জানিয়ে যান—জয়ন্ত চোর নয়, চোর তিনি নিজে। তাকে অপবাদ থেকে বাঁচাবার জন্য জয়ন্ত এই কাজ করেছে।

সুমন্ত চাকরী পায়, কল্যাণী ও এবার সহরের বাসায় যাবার কথা ভাবে। মা তাদের কাছে বোঝা।

জয়ন্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে, উষার বিয়ে। উষা এ বিয়ে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু জয়ন্ত জানায় তার করার কিছুই নেই, সে বেকার—চোর। তাই উষা সুখী হবে না কোন দিন। ও যেন এই বিয়ে করে। কিন্তু উষা ভালোবাসে জয়ন্তকে, সে তাই এ বিয়ে বাতিল করে দেয় বিয়ের আসরে।

জয়ন্তের মা তখন বাড়িতে নেই। রাতে জয়ন্ত বাড়ি ঢুকতে যাবে। বৌ-এর পরামর্শে সুমন্ত জয়ন্তকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না। জানায়—মা বিশ্বাস করে বাবার মৃত্যুর জন্য জয়ন্তই দায়ী। ওর মুখ দেখলে মা আত্মহত্যা করবে। হতাশ জয়ন্ত চলে যায় কলকাতায়। উষাও এসেছে কলকাতায় পড়তে, বিয়ে ও করেনি। তার মনে জয়ন্তের জন্য প্রতীক্ষা। সে ভালবাসে জয়ন্তকে।

জয়ন্ত কলকাতায় এসে একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচিত হয় শিল্পপতি মিঃ সেনের সঙ্গে। তার মেয়ে সন্ধ্যাও জয়ন্তের কাছে আসতে চায়। জয়ন্ত মিঃ সেনের কারখানায় কাজ করে। তার চেষ্টায় কোম্পানীর চুরি বন্ধ, উন্নতি করছে কোম্পানী। তাই মলয় (আগেকার ম্যানেজার) অখুশী। সন্ধ্যার সঙ্গে জয়ন্তের ঘনিষ্ঠতাও সে সহ্য করতে পারে না। তার চুরিও বন্ধ, তাই সে চেষ্টা করছে জয়ন্তকে তাড়াবে। সন্ধ্যা ভালবাসতে চায় জয়ন্তকে, জয়ন্ত সেখানে নির্বিকার, উদাসীন। মাস গেলে জয়ন্ত গ্রামে মাকে টাকা পাঠায়।

সুমন্ত জানে মায়ের নামে মাসে পাঁচশো টাকা আসছে। তাই গ্রামে এসে মাকে সহরে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে নিজেরাই মায়ের মনিঅর্ডার সই করে মায়ের টাকাটা নেয়। মাকে আর জানায় না। মাকে অপমান করে সহরের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মা গ্রামে এসে শুনে এককড়ির (ব্যবসাদার) কাছে যে সুমন্ত টাকা নিয়ে তাদের বাড়ি তাকে দিয়ে গেছে।

মা পথেই দাঁড়ায়। জয়ন্ত এসব জানে না।

সন্ধ্যা আবিষ্কার করে নাটকীয় ভাবে উষাকে। এবার জানতে পারে জয়ন্ত মনে মনে উষাকেই ভালবাসে—তাকে নয়। সন্ধ্যা ভাবছে সে কি তার প্রেমিককে মুক্তি দেবে—

তাই জয়ন্তকে ফিরে যেতে হবে উষার কাছে—যে উষা তার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে পথ চেয়ে বসে আছে জয়ন্তের।

সুমন্ত মাকে প্রতারণা করে তাড়িয়েছে বাড়ি থেকে পথে—মা আজ সব হারিয়ে পথ চেয়ে আছে তার জয়ন্ত নিশ্চয়ই ফিরবে—সে ফিরে পাবে তার সন্তানকে—সমাজ যাকে মিথ্যা বদনাম দিয়ে সব কেড়ে নিয়েছে তার—অপরাধী সুমন্তের কি ন্যায় বিচার হবে ?

ন্যায় বিচার হবে জয়ন্তের—যে মিথ্যা চুরির অপবাদ নিয়ে সব হারিয়েছে—যে সংসারের জন্য নিজেকে বলিদান দিয়েছে !

জয় হবে কি প্রেমের ?

এই সব প্রশ্নের সুষ্ঠ সমাধান পাবেন এই ছবির শেষ অধ্যায়ে।

সংগীত

এক

পরীক্ষার ঐ ফলটা যদি হতো গাছের ফল।
করতে হতো না আমাদের কোনোই গেঁড়াকল।
ঝটাপট পেড়ে নিতাম, হাতে হাতে ফলটা পেতাম
মনের সুখে আডা মেরে যেতাম অনর্গল।
তাধিনতা তাধিনতা ধিনতা ধিনতা—
খাওয়াবো বর্ধমানের মিহিদানা।
হুয়ারে হুয়ারে হুক্কা হুয়া—
খাওয়াবো জয়নগরের মিষ্টি মুয়া।
হৈ হৈ
আমরা এখন স্বাধীন, নাচছি তাধিন তাধিন
সোনার প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘুরছি আলাদিন।
কখনও খোলা মাঠে, কখনও দিঘীর ঘাটে
ঝাঁপিয়ে পড়ে দিই ঘুলিয়ে শান্ত দিঘীর জল।
পরীক্ষার ঐ............যেতাম অনর্গল।
আরে পঁচা—হ্যাঁ / আরে ন্যাপা—এ্যাঁ /
আরে পল্টু—হ্যাঁ / চল ফলটা নিয়ে পালাই—হ্যাঁ
হৈ হৈ
অনিয়মের পাল্লা, দেয় আমাদের জেল্লা
নিয়মটাকে দেখিয়ে কলা ফতে করি কেল্লা।
ভণ্ডের মুখোস খুলি, সত্যের আওয়াজ তুলি,
চোরের ওপর বাটপাড়ী দেয় এই আমাদের দল।
পরীক্ষার ঐ............যেতাম অনর্গল॥
লা—লা....................

—বাপ্পী লাহিড়ী ও কোরাস

দুই

একে একে দুই, চোখ দুটো ঐ
যেন মনে হয়, সাগর অথৈ.
দুই দুই চার, চোখের পাতার,
আহা কি বাহার, যাই মরে যাই।
তুমি প্লাস আমি, আমি প্লাস তুমি
যোগ দিলে তাই—প্রেম হয়ে যায়।
তোমার রূপের, রূপকথাটি
অঙ্ক দিয়ে গেলাম লিখে।
আমার প্রাণের এই ধারাপাত
ছড়িয়ে দিলাম দিকে দিকে।
তিন তিন ছয়, আরো পেলে তিন,
সব নয় ছয় করে সারাদিন।
পাঁচ পাঁচ পাঁচ দিয়ে হয় পনেরো,
আঁচ করে মন ভাবে, সাত সতেরো।
তুমি প্লাস আমি, আমি প্লাস তুমি,
যোগ দিলে তাই প্রেম হয়ে যায়।
এই পৃথিবী, যায় যে ভুলে
আমায় ভুলি, তোমায় দেখে।
যত রকম মিষ্টি আছে,
মিষ্টি তুমি সবার থেকে।
সাত সাত পাক, ঘোরার হদিশ,
পাবোটা কখন, মন নিশপিশ।
দশ দশ বিশ, ঐ গানে তোমার
দিতে চায় কিস্ এই মনটা আমার।
তুমি প্লাস আমি, আমি প্লাস তুমি
যোগ দিলে তাই, প্রেম হয়ে যায়।
একে একে দুই চোখদুটো ঐ,
যেন মনে হয়, সাগর অথৈ,
দুই দুই চার চোখের পাতার
আহা কি বাহার, যাই মরে যাই।

—অমিতকুমার

তিন

আহা কি শুনেছি বলবো নাগো বলবো না
মুখটা আমি খুলবো নাগো খুলবো না।
যতই তুমি সাধো আমায় সাধো না জোড় হাতে।
পাষাণ আমি গলবো নাগো ভিজবো নাগো তাতে।

ঘুর ঘুর ঘুর করো যতোই আমায় ঘিরে ঘিরে—
নানান অজুহাতে যতোই আসো ফিরে ফিরে –
হাঁপড় হয়ে ফুলে ফুলে হাঁপিয়ে যতোই ওঠো—
দেবনা গো আমের আচার তোমার বাড়া ভাতে—
কি শুনেছি—আহা কি শুনেছি।
হুম্‌ম্ কি শুনেছি বলবো নাগো বলবো না—
মুখটা আমি খুলবো নাগো খুলবো না-না-না।

ফিক্ ফিক্ ফিক্ যতোই হাসো যতোই বিনয় করো
যতোই কেন চিমটি কাটো যতোই গায়ে পড়ো—
কষ্ট বিনা কেষ্ট পাওয়া যায়না তো সহজে—
চাইলে পরে সবকিছু কি মেলে সাথে সাথে—
কি শুনেছি—আহা কি শুনেছি—
ওগো কি শুনেছি বলবো না গো বলবো না
মুখটা আমি খুলবো না গো খুলবো না......।

—অলকা যাজ্ঞিক

চার

মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ
দুনিয়াটা শুধু স্বার্থের—
পর আজ ভাই বোন সংসার পরিজন
সবাই নিজের নিজে॥
পর আজ ভাই বোন সংসার পরিজন
সবাই নিজের নিজে॥

—কুমার শানু

পাঁচ

মানুষ যে আর্জ আর নেইকো মানুষ,
দুনিয়াটা শুধু স্বার্থের—
পর আজ ভাই বোন সংসার পরিজন—
সবাই নিজের নিজে ॥

নেইতো কোথাও ভালবাসা,
স্নেহ করুণার প্রীতির ভাষা।
সবাই যে আজ টাকার গোলাম,
অর্থই বড়ো, সকলের।
পর আজ ভাই বোন সংসার পরিজন—
সবাই নিজের নিজে ॥

মানুষ.....স্বার্থের।

ভস্ম হয় তাই সূর্য ওঠে,
অসময়ে ফুল গাছেতে ফোটে।
চোখের ওপর যে হয় বলিদান,
মায়া নেই তবু মানুষের।
পর আজ ভাই বোন সংসার পরিজন—
সবাই নিজের নিজে ॥

মানুষ.....নিজের নিজে ॥

—কুমার শানু

ছয়

ওরি ওরি বাবা—ওরি ওরি বাবা—বাবা—
প্রেম জেগেছে আমার মনে
বলছি আমি তাই।
তোমায় আমি ভালবাসি
তোমায় আমি চাই ॥

ওরি ওরি বাবা, ওরি ওরি বাবা,
ওরি ওরি বাবা—কি দারুণ—
কোথায় ছিলে, দুষ্টু ছেলে
লুকিয়ে এতোকাল।
হঠাৎ এসে চমকে দিলে
একি তোমার চাল। (আহা)
কি সুন্দর হাসি তোমার
তাইগো মরে যাই।
তোমায় আমি ভালবাসি
তোমায় আমি চাই ॥

ওরি ওরি বাবা, ওরি ওরি বাবা,
ওরি ওরি বাবা—কি দারুণ—
প্রেম জেগেছে.....কি দারুণ।
সারা শহর খুঁজে দেখি
আছে অনেক খোকা।
আরে তাদের দেবো পোস্তো বাটা
খেতে দেবো ধোকা ॥
তোমায় দেবো মিষ্টি কিছু
তোমায় যদি পাই।
তোমায় আমি ভালবাসি
তোমায় আমি চাই ॥
ওরি ওরি বাবা, ওরি ওরি বাবা,
ওরি ওরি বাবা—কি দারুণ।
প্রেম জেগেছে.....কি দারুণ—
হায় — হায় — হায়

—উষা উত্থুপ